রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৯৮

৪র্থ খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩রা আষাঢ় ১৪০৫ বাং/১৭ই জুন ১৯৯৮ ইং

এস, আর, ও নং ১২৮-আইন/৯৮—Bangladesh Sericulture Board Ordinance, 1977 (LXII of 1977) এর section 24 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Sericulture Board, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালায়—(১) প্রবিধান ৪১ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।";

(খ) উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধানসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন মনে করিলে অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।";

(গ) উপ-প্রবিধান (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-প্রবিধান (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৫) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৮ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দন্ড প্রদান করা হইবে সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানী গ্রহণ করতঃ দন্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারিবে, তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) ও উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান অনুসারে তদন্ত বা অধিকতর তদন্ত অনুষ্ঠানের পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড আরোপ করা যাইবে, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড আরোপ করিতে হইবে।";

(২) প্রবিধান ৪২ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধানসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ-দানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং তদন্তাকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।";

(খ) উপ-প্রবিধান (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৭) উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কারণ দর্শাইলে উহা বিবেচনার পর, অথবা কোন কারণ না দর্শাইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।";

(গ) উপ-প্রবিধান (৮) বিলুপ্ত হইবে;

(৩) প্রবিধান ৪৪ এর উপ-প্রবিধান (২) বিলুপ্ত হইবে;

(৪) প্রবিধান ৪৭ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই আদেশ প্রদান করিবে।"।

শফিকুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড

রাজশাহী।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।